যুগান্তর
29 OCT 2008

সিলেট বিভাগের ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি

সিলেট ব্যুরো

সিলেট বিভাগের ২৫০টি স্কুল ও মাদ্রাসা এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। অতীতের সরকারগুলোর আমলে দফায় দফায় দাবি জানানো হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের দিকে সুনজর পড়েনি সংশ্লিষ্টদের। তাই বর্তমান সরকারের কাছে এমপিওভুক্তির জোর দাবি জানিয়েছে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষকদের সংগঠন নন এমপিও টিচার্স ফোরাম। সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষকদের অভিযোগ, বিগত সরকারগুলোর আমলে এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে সিলেট বিভাগের এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ শতভাগ ফলাফল অর্জনকারী কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হয়নি। নিয়মিত বেতন-ভাতা না পেয়ে অনেক শিক্ষকই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার যারা কর্মরত আছেন তারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে কোনভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নন এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছেন। এর অংশ হিসেবে তারা সিলেটের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় শিক্ষক সমাবেশ করেছেন। শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব বরাবরে স্মারকলিপিও দিয়েছেন। এরপরও এ ব্যাপারে সরকারি কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় তারা অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছেন। অথচ শিক্ষা অফিসের পরিসংখ্যান মতে, সিলেটে আরও ২শ' নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সিলেট শিক্ষাক্ষেত্রে বরাবরই অগ্রগামী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ অঞ্চল শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১১, আর সে সময় সিলেটের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২২। বর্তমানে সারাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৬০, আর সিলেটে শিক্ষার হার শতকরা ৪০। এ অবস্থায় ২১ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিলেটের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফোরাম নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সিলেটের শিক্ষার উন্নয়নে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং স্বাদপড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনতিবিলম্বে এমপিওভুক্ত করার দাবি জানান।

শিক্ষকদের দুর্ভোগ চরমে